Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

30 June 2023 / 11 Zulhijjah 1444H

সহমর্মিতাঃ পালিত ছেলেমেয়েদের প্রতি সেবাযত্ন

الحَمدُ لِلَّهِ الغَنِيِّ الحَمِيدِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ بِالرَّحمَةِ وَالقَولِ السَّدِيدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আল্লাহ সুবহানা তাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা আল্লাহর (সুঃ) প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে উৎকর্ষতার সঙ্গে সবকিছুর মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

উপস্থিত আল্লাহর প্রিয় মুসুল্লীবৃন্দ,

আমাদের ধর্মে একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা হল অন্য মানুষের জন্য চিন্তা করার মনোভাব থাকার প্রয়োজনীয়তা। বয়স যাই হোক আর রক্তের সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, আমাদের উচিত সবার জন্য চিন্তা ও যত্নের মনোভাব প্রদর্শন করা এবং তা সব সময় করা উচিত।

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আছে, আবু যর (রাঃ) যখন সবে রান্না করতে শুরু করেছেন, তখন সায়্যিদিনা নবী (সঃ) আবু যর (রাঃ) কে সুরুয়ার সাথে আর একটু বেশী পানি দিতে পরামর্শ দিলেন যাতে তা পরিমানে বেড়ে যায় এবং তা প্রতিবেশীদেরকেও দেয়া যায়। আমাদের নবী আশেপাশের সবার জন্য কতটা চিন্তা করতেন ও তাদের প্রতি কতটা যত্নশীল ছিলেন তা আমরা এই হাদিস থেকে বুঝতে পারি।

যদিও নবী (সাঃ) এর এই পথ নির্দেশনা খুব সহজ ও সাধারণ মনে হতে পারে, আমার মতে, এর মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা আছে। ইহা প্রমাণ করে যে আমাদের ধর্ম আমাদেরকে সবসময় চারপাশের মানুষের কথা ভাববার শিক্ষা দেয়।

এই বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ, প্রায়শঃই আমরা নিজেদেরকে এতটাই অগ্রাধিকার দিই যে আশেপাশের মানুষকে উপেক্ষা করে যাই। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা আমাদের মত নয় এমন কাউকে দেখে চট করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান এবং তাকে হেয় করেন। কিন্তু সহমর্মিতার গুণ আমাদেরকে উৎসাহিত করে দেখে শুনে অপরের জায়গায় নিজেকে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা করতে, যাতে আমরা অন্যের অবস্থান ভালভাবে বুঝতে পারি।

আমার ভাই ও বোনেরা,

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিশ্চয়ই আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট অনুকরণীয় আদর্শ। আমরা যদি নবীর (সঃ) জীবনের বিভিন্ন কাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব তিনি কিভাবে অভাবী মানুষের জীবনকে সহজতর করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের নবী (সঃ) কেবলমাত্র আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকই না, তিনি শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন আদর্শও যাঁর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার ও অনুকরণ করার আছে।

উদাহরণ স্বরূপ তাঁর চাচাত ভাই ও জামাতা সায়্যিদিনা আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) কে নিয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। সেই সময় কুরাইশ সম্প্রদায় একটা কঠিন একটা আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। হযরত আলীর বাবা ও নবীর (সাঃ) চাচা আবু তালিব সেই অর্থনৈতিক মন্দায় ক্ষতিগ্রস্থ

হয়েছিলেন। উপরন্তু, আবু তালিবের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল অনেক, এবং পরিবারের সদস্য নন এমন আরও অনেকে তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

আবু তালিবের কষ্ট দেখে আমাদের নবী (সাঃ) তাঁর চাচার প্রতি সহমর্মিতা দেখান। তখন তিনি নিজের উদ্যোগে আলী বিন আবু তালিবের (রাঃ) দেখাশুনার দায়িত্ব নেন। অবশেষে, আলী বিন আবু তালিবও (রাঃ) আল্লাহর উপর ঈমান আনেন এবং আমাদের নবী (সাঃ) এর নিকট আসা বানীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। তার এই বিশ্বাস এমন পর্যায়ে ছিল যে কালক্রমে তিনি ইসলাম প্রচারে নিবেদিত প্রধান ব্যাক্তিবর্গের একজন হিসাবে স্থান করে নেন।

এমনই ছিল নবীর (সাঃ) চরিত্রের সৌন্দর্য্য। তিনি সবসময় ধারাবাহিকভাবে তাঁর আশেপাশের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে গেছেন। সহমর্মিতা হল আমাদের যে কোন ভাল কাজে সাফল্যলাভের একটি নিয়ামক, তা সেই কাজ ছোট বা বড় যাই হোক না কেন। আল্লাহ (সুঃ) সুরা আল-হাজ্ব এর ৭৭ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু করো ও সিজদা করো, তোমাদের প্রভুর (এক এবং অদ্বিতীয়) ইবাদত করো, এবং ভাল কাজ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (ইহকালে ও পরকালে)"।

আমার প্রিয় মুসলিম সতীর্থগণ,

আমাদের অবস্থা ও সামর্থ্য ব্যাক্তিভেদে ও পরিবারভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের কাউকে কাউকে অসচ্ছলতা ও প্রতিবন্ধকতা দিয়ে জীবনে পরীক্ষা করা হতে পারে, আবার কাউকে কাউকে দেয়া হয়েছে সচ্ছলতা ও

আরাম। কাজেই, যাদের জীবনকে সহজ করা হয়েছে, সেই অবস্থা তাদের জন্য অভাবীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার একটা সূবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

এই প্রসঙ্গে, পূর্বে বর্ণিত সেই ঘটনার কথা আবার স্মরণ করুন যেখানে আমাদের নবী কর্তৃক তাঁর চাচাত ভাই আলীর দেখভালের দায়িত্ব নেয়ার কথা বলা হয়েছে, যা তিনি করেছিলেন তাঁর পরিবারের অসচ্ছল সদস্যদের সাহায্য করার জন্য। কাজেই, এই বিষয়ে একটু চিন্তা করুন, ভাই ও বোনেরা। আমাদের জন্য কি পালিত সন্তান নেয়ার সুযোগ আছে যাতে তাদের জন্য একটি আশ্রয়, ভালবাসা, এবং স্থিতিশীল পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়?

উদাহরণ হিসেবে সেই সব ছেলেমেয়েদের কথা উল্লেখ করা যায় যারা অবহেলিত, যাদেরকে পিতা-মাতা পরিত্যাগ করেছে। এমন ছেলেমেয়েও আছে যাদের বাবা-মার সামর্থ্য নেই সন্তানের দেখাশুনা করার কিংবা তারা সন্তানের দেখাশুনা করার জন্য উপযুক্ত নন। এই সব ছেলেমেয়েদের জন্য ভীষণ প্রয়োজন একটি নিরাপদ আশ্রয়, এবং একটি পরিবার যা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাতে পারে।

অতএব, প্রশ্ন হচ্ছে – এই সব ছেলেমেয়েদের জন্য আমরা কি ভূমিকা পালন করতে পারি? আপনাদের মধ্যে যাঁদের জীবনকে সহজ ও আরামের করা হয়েছে, আপনারা আল্লাহ (সুঃ) প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা নিয়ে এই ধরণের ছেলেমেয়েদের দত্তক নেয়ার কথা বিবেচনা করুন। মনে রাখবেন, যদিও তারা আমাদের আপন সন্তান নয়, তাদের যত্নের জন্য নেয়া আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আমরা নিশ্চিতভাবে পুরস্কৃত হব। ইনশা আল্লাহ, তাদের প্রতি দেখানো দয়া মায়ার জন্য আমরা পুরস্কৃত হব। উপরন্তু, এই ছেলেমেয়েদেরকে একটি স্থিতিশীল পারিবারিক পরিবেশে ভালোবাসা পাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার ফলশ্রুতিতে তাদের ভবিষ্যত আরও নিরাপদ ও নিশ্চিত হবে। ইনশা আল্লাহ।

আমরা সবাই যেন নির্ভরযোগ্য মানুষ হতে পারি যে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে এবং আমরা যেন আল্লাহর সেইসব বান্দাদের একজন হতে পারি যাঁরা সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাদের

দিকে যাদের সাহায্য প্রয়োজন, যাতে আমরা এই পৃথিবীতে এবং পরকালে সাফল্য অর্জন করতে পারি। আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ، وَالمسْلِمِينَ وَالمسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.